R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মমতার উপস্থিতিতে সাগরদীঘি বিডিও অফিসে অশান্তি

সাগরদীঘি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ২৭ এপ্রিল বেলা ৩টা নাগাদ মালদা থেকে কলকাতা যাবার পথে ৩৪নং জাতীয় সড়কের যানজট এড়াতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী নয়না দাস রতনপুর থেকে সাগর-দীঘি হয়ে সুকী যাবার পথে সাগরদীঘি ব্লক অফিসে একটি বিতর্কিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ী সাগরদীঘি ব্লক অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় বহু লোকের জমায়েত দেখে তাঁরা ওখানে নেমে পড়েন। সেখানে তৃণমূল নেত্রীকে স্থানীয় কর্মীরা ওখানকার বি ডি ও অজিতকুমার ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা না নেবার অভিযোগ করেন। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বি ডি ও-র সঙ্গে দেখা করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নয়না দাস সামনে রাস্তার ওপারে দোকানে চা খেতে যান। সেখানেও বহু লোকের ভিড় জমে যায়। এদিকে বি ডি ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান তৃণমূল ও জনতা পার্টির তিনজন প্রার্থী তিনটের আগে জামানতের টাকা জমা দিয়েও মনোনয়ন পত্র জমা (৩য় পৃষ্ঠায়)

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে বামফ্রন্টের শরিকী কোন্দল তীব্র

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা আগামীকাল শেষ হবে। নির্বাচনী চিত্র এখনো পরিস্কার হয়ে ওঠে নি। তবে প্রাথমিক খবরে জানা গেছে মহকুমায় বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আসনরফা হয় নি। ছোট শরিক যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, সি পি আই বড় শরিকের আচরণে ক্ষুব্ধ। অপরদিকে কংগ্রেস সবকটি আসনে প্রার্থী দিতে পারে নি। কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের একটা অংশ লোকসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বি জে পি তৃণমূল জোটের মধ্যেও মনোমালিন্য দেখা দিচ্ছে। মহকুমায় রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লক এবং সাগরদীঘি ব্লকে অনেক জায়গায় বি জে পি এবং তৃণমূলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবার খবর পাওয়া গেছে। বাম-ফ্রন্টের মধ্যে অনৈক্যের জেলা তথা রাজ্যব্যাপী প্রবণতার ছোঁয়াচ থেকে মহকুমাও ছাড় পায় নি। শরিক দলগুলির মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে গোঁজ প্রার্থী দেবার অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে সুতী বিধানসভা এলাকায় প্রায় সবকটি আসনেই বামপন্থীদের মধ্যে আসন সমঝোতা হয় নি। রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লক এবং সাগরদীঘির গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে গনকর, জরুর, ওসমানপুর, কানুপুর নিয়ে সি পি এমের সঙ্গে অন্য শরিক দলগুলির মতানৈক্য মেটে নি। তবে ৩০ এপ্রিল এ নিয়ে বাম-ফ্রন্টের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। আসন সমঝোতা না হওয়ায় শরিকের নেতারাও অস্বস্তিতে পড়েছেন। অপরদিকে কংগ্রেসের নেতারা দেরীতে হলেও নির্বাচনের দৌড়ে নেমেছেন। সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাবের উদ্যোগে অন্য দলের লোক ভাঙ্গিয়ে কংগ্রেসকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চলছে। মহঃ সোহরাব জানিয়েছেন তাঁর এলাকায় সিদ্ধিকালীসহ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া সবকটিতেই কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সেকন্দরায় সিপিএমের উপ-প্রধান তৃণমূলের জেলা পরিষদ প্রার্থী

জঙ্গিপুর ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেকন্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম উপ-প্রধান প্রণতি সিনহা দলত্যাগ করে এবার তৃণমূলের জেলা পরিষদ প্রার্থী। অন্যদিকে তৃণমূল ও বিজেপি দলের হয়ে বেশ কিছু যুবক ওখানে প্রকাশ্যে নেমে পড়ায় সিপিএম ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভয় ও প্রাণনাশের হুমকী দিতে শুরু করেছে বলে কয়েকজন গ্রামবাসী আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন।

এনটিপিসির কয়লার ওয়াগনে এক জোড়া মৃতদেহ

ফরাক্কা ঃ গত ২৭ এপ্রিল বিহার থেকে আসা এনটিপিসির নিজস্ব কয়লা বহনকারী ওয়াগনে কয়লার সঙ্গে দুটি মৃতদেহ চলে আসে। খবরে প্রকাশ, ঐ দিন সকাল ৮টা নাগাদ মালগাড়ীটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এসে পৌঁছলে কর্মীদের চোখে পড়ে। একটি ওয়াগনে ৮/৯ বছরের শিশুর এবং অন্য ওয়াগনে প্রায় ৪০ বছর বয়স্ক (শেষ পৃষ্ঠায়)

ট্রাক-ম্যাটাডোরের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২২ এপ্রিল ভোরে এই থানার কুলোরীর কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর ঠান্ডা পানীয় (জাম্পইন) বোঝাই ম্যাটাডোরের (নং ডব্লু বি৩৯-এ৬৬৫৬) সঙ্গে একটি ট্রাকের (ডব্লু বি ৩৯-০২৫৯) মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। ম্যাটাডোরটি কলকাতা থেকে রঘুনাথগঞ্জের দিকে আসছিল। পানীয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

**বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?**
**শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।**
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

বোতল পূজার পাঁচালী, টাকার অষ্টোত্তর শতনাম, ভোটামৃত—দাদাঠাকুরের তিনটি ব্যঙ্গ কবিতার একত্র সংকলন 'দাদাঠাকুরের ত্রয়ী' মূল্য ২০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

প্রণাম

কালের আবর্তনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ১৩ই বৈশাখ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার-সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল এক মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতল পুরাণ' ও 'বিদুষক'—এর মাধ্যমে তিনি যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানস সন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্র্যকে তিনি যেমন শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

দাদাঠাকুরের ১১৭ তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শবর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

অনন্য দা'ঠাকুর

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে এমন দুটো একটা মানুষ আসেন—যাঁদের জন্মদিন মৃত্যুদিন এক সূত্রে বাঁধা—যেন পূর্বাচল আর অস্তাচল একই আসনে সমাসীন। এ রকম একজন মানুষ হলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বাংলা এবং বাঙালীর মাঝে যিনি দা'ঠাকুর নামে পরিচিত। ১৩ই বৈশাখ তাঁর জন্মের দিন—মৃত্যুর দিন। তাঁর জন্মদিনের ১১৭ তম বর্ষ পূর্তি হলো।

দা'ঠাকুরকে যারা দেখেছেন, যারা তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তারা জানেন—এ মানুষটি আর পাঁচজনের মত নন। —বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তি হিসাবেও যেমন, ব্যক্তিত্বেও তেমনি তাঁর সেই উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য। এ যুগে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। যেন তিনি ছিলেন নিজেই প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজের কণ্ঠে আপন বক্তব্য রাখতেন। এখানেই তিনি যুগের হয়েও যুগাতীত। এখানেই তাঁর অনন্যতা। বর্তমান দিনকালে মানুষ দলের কণ্ঠে আওয়াজ তোলে, দলের কণ্ঠে কথা বলে, মানুষ যেন দলের mouth piece. সেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব নাই, যেমনটি আছে দলের বা প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র দাপট, গুরুত্ব এবং প্রভাব। ঠিক এই অবস্থায় দা'ঠাকুরকে দেখা গিয়েছে তাঁর বক্তব্যকে এককভাবে বলিষ্ঠ বাচনিক ভঙ্গীতে তুলে ধরতে দর্শকের দরবারে, শ্রোতাদের আসরে, রাজপুরুষের এজলাসে। বচনে ও মননে তিনি ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। কোন প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতি তাঁর অটুট মনোবলকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। এমনকি ভাগ্যের পায়েও নতি স্বীকার করেননি। শোনা যায় আপন সন্তানের মৃত্যুর দিনেও তিনি অবিচল ছিলেন, স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় শোক দুঃখকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করেছেন। দুঃখ তাঁকে নরম করতে পারেনি, রক্তচক্ষু তাঁকে নত করতে পারেনি। এখানেও তিনি অনন্য সাধারণ মানুষের মত হয়েও এখানে তিনি অ-সাধারণ। জীবনে ও জীবনাচরণে, চর্চায় এবং চর্য্যায়—তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ। দারিদ্র্যের সঙ্গে যেমন লড়াই করেছেন তেমনি অনেক প্রতিকূল শক্তির সঙ্গেও দুর্বাসার মত তেজ নিয়ে কৌটিল্যের মত বুদ্ধি নিয়ে মোকাবিলা করেছেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন সংগ্রাম। জীবনে অনেক অসুবিধায় পড়েছেন—কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। অভাবের আগুনে পুড়েছেন কিন্তু নিজেকে নিঃশেষ করে দেননি। বরং তিনি নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠ করে গিয়েছেন। তিনি একক হয়েও একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি অনন্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিরে সংক্রান্তি

ইংরেজদের দেশ ছাড়া করে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন করেছি। সেই থেকে "গণতন্ত্র" নামে একটা চমৎকার শাসন ব্যবস্থা আমাদের ঘাড়ে চেপে তুলকি চালে বহাল তবিয়তে অদ্যাবধি তার অগ্রগমনকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। কিন্তু, আজ এই নব্বই-এর দশকে দেশের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে আমরা যারা ভোটকর্মী, 'Election urgent' এর শিকার, তাদের করুণ অবস্থার কথা একবার ভাবুন। দুটো ভাঙ্গা-ফুটো লণ্ঠন, আর একটা জরাজীর্ণ রাইফেল আর "বাঁশের কেল্লা"য় বর্ণিত সেই তিতুমীরের দু'খানা লাঠিয়াল সম্বল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত "পঞ্চায়েত রাজ" এর বাদশা বেগমদের নির্বাচিত করে আসি নেহাতই যমের অরুচি বলে। কিন্তু "বিধানসভা" ও "লোকসভা" নির্বাচনগুলির নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এক ভিন্ন চালচিত্র লক্ষ্য করা যায়। তখন 'গণনার' কাজটা যেন একটা রাজকীয় জলসার মাত্রা পায়। সেখানে সবকিছুর অঢেল ব্যবস্থা। সিপাহশালা, পাইক-বরকন্দাজ এবং সাথে ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা—সবই যেন 'আর-না' করে জোটে। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে ভোটকর্মীদের উপর এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন হয়—নির্বাচন কমিশন দয়া করে এর সদুত্তর দেবেন কি? আবার ভোটে না গেলে ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা আছে রাষ্ট্রপতির Ordinance-এ। শিরোধার্য্য করছি মহান ব্যক্তির মহান সিদ্ধান্তের। কিন্তু দুটি লণ্ঠনের একটা ফুটো আর অন্যটা যান্ত্রিক গোলযোগে কখনও জ্বলে, কখনও নেভে। এবার বলুন, সারাদিন ভোট করার পর রাতের ঘন অন্ধকারে আমরা দ্বিপদ শ্রেণীর জীব, রাতে যাদের চোখ জ্বলে না তারা কী করে ভোট গণনার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে রাজনীতির কেষ্ট বিষ্টুদের নাম ঘোষণা করবে? আমার তো মনে হয় এটা অসম্ভব এবং নারকীয়। তাত্ত্বিকরা হয়ত অন্য কথা বলবেন, কিন্তু বাস্তবাদীরা আমার সাথে সহমত পোষণ করবেন—সে ব্যাপারে আমি ১০০% নিশ্চিত। আমাদের জনগণ "নির্বিষ" তাই হয়ত এতদিন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে চলছি যেখানে প্রতি পদক্ষেপে বিপদের গন্ধ। একটু অগোছালো-ভাবে চললেই সমূহ বিপদ। তাই আমাদের অনুরোধ যাতে আমাদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

মমতার উপস্থিতিতে অশান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিতে আসেন ৩টা ২০ মিনিটে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনটের পর জমা নেওয়া যায় না। সে কারণেই তিনি মনোনয়নপত্র জমা নেননি। বিডিও জয়েন্ট বিডিওকে দিয়ে তৃণমূল নেত্রীকে তাঁর ঘরে আসতে অনুরোধ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিডিওর ঘরে এসে ঘরভর্তি লোকের উপস্থিতিতেই তাঁকে ভৎর্সনা করতে থাকেন। হতবাক বিডিওকে আরও হতবাক করে, তাঁর ঘরের জানলার কাঁচ বাইরে থেকে ইট মেরে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিছু পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে বহরমপুর চলে যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সাগরদীঘির বিডিও অজিত ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দৈনিকে প্রকাশিত অফিস ভাঙচুর ও আটটি মনোনয়নপত্র জমা না নেওয়া সংবাদের প্রতিবাদ করেন। অফিসের কোন আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়নি এবং আটটি নয়, পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের তৃণমূল প্রার্থীর একটি এবং সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের দু'জন জনতা প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয়নি। অন্য এক সংবাদে জানা যায় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মনীষ রায় জেলা শাসক সৌরভ দাসের নির্দেশে ঘটনার পরদিন সাগরদীঘি বিডিও অফিসে সরজমিন তদন্তে যান এবং জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন।

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project.

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad

Pin. 742236. West Bengal.

SUB : Hiring of Vehicles for NTPC, Farakka

Applications are invited on behalf of NTPC/FSTPP from the reputed contractors with qualifying experience for enlistment as approved contractors for vehicles hiring. Qualifying requirement and special terms and conditions shall be as follows :

Qualifying requirement :

The party should have the credential for deployment of at least 01 No. vehicle to Government Organisation/PSU/Reputed Private Sector atleast for a period of 01 year.

Special terms & conditions :

01. The vehicle shall remain under the control of EIC for 12 hours duty or for 24 hours duty as shall be indicated in the individual tender documents. Each driver will be on duty for 12 hours a day and the contractor shall engage 02 Nos. drivers in case of 24 hours duty.

02. The contract period shall be for 02 years. However, NTPC reserves the right to extend the contract period for 01 more year at the same rates, terms and conditions subject to satisfactory performance of the party.

03. Cost of repair, maintenance and servicing etc. shall be borne by the contractors, fuel and mobil required for this job shall be arranged by the contractor. However, the cost of fuel and mobil shall be reimbursed by NTPC at the prevailing market rate of Farakka. The rates of consumption for diesel shall be 09 km. per 01 Ltr. and for mobil shall be 200 km. per 01 Ltr.

04. During the tenure of the contract, vehicle shall not be allowed to rent out to any other party.

05. In case of break-down of the deployed vehicle, the contractor shall be bound to arrange alternate vehicle at their own cost.

06. The contractor shall arrange all the relevant papers like road permit, commercial permit, pollution certificate, road tax, insurance, driving licence etc. at his own cost and produce to NTPC on demand.

07. The contractor should possess latest ITCC/STCC.

08. Qualified contractors may be considered for awarding of contract for hiring of vehicles after finalisation of rates, terms and conditions.

General conditions of contract for civil work of NTPC shall be applicable for this contract to the extent possible.

Application money :

The party is to submit the application money of Rs. 200.00 in the form of Demand Draft payable on SBI, Andua. Application money shall not be refunded.

How to apply :

The party should apply within 18. 05. 98. to Sr. Mgr. (Contract Services) alongwith the work order copy and completion certificate of deployment of 01 No. vehicle to Government Organisation/PSU/Reputed Private Sector for a contract period of atleast 01 year.

Applications without documentary evidence towards qualifying requirement and application money as stated above shall be rejected. Application received after due date shall not be considered.

Sr. Mgr. (Contracts)

শিরে সংক্রান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(ভোটকর্মীদের) জোর করে বিপদের মুখে ঠেলে না দেন। নির্বাচন কমিশনের কৃপাদৃষ্টি যেন এদিকে পড়ে। বুথে বুথে আমাদের ভোট গণনার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে হাজার হাজার ভোটকর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা দেবার একটা অঙ্গীকার যেন পাই 'নির্বাচন কমিশনের' তরফ থেকে। সাগ্রহে সেই আশ্বাসবাণী শোনার অপেক্ষায় রইলাম—কেন না এ যে শিরে সংক্রান্তি।

সেরাজুল ইসলাম, শিক্ষক
বঙ্গেশ্বর বি, সি, হাই স্কুল

এখানে পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত বিষয় এবং নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ পড়ানো হয়। ভর্তি শুরু ৪-৫-৯৮ (মে মাসের জন্য কোন টিউশন ফি লাগবে না।)

রঘুনাথগঞ্জ কোচিং সেন্টার

স্থান ফুলতলা, নেতাজী সব্জি মার্কেটের পিছনে

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অপরদিকে রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকে অনেক গ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে পারেনি বলে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিকে রাজ্যের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি তৃণমূল-বিজেপি জোট রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতোই আসন সমঝোতার প্রশ্নে ঐক্যমত্যে পেঁছতে পারে নি। তবে এ নিয়ে দুই দলের নেতাদের মধ্যে চূড়ান্ত কথা হবে ৩০ এপ্রিল। সামসেরগঞ্জ ব্লকে ব্যাপক সংখ্যায় কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সেখানে বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে নিস্তায় পঃ বঃ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মণ্ডলের স্ত্রীকে তৃণমূল থেকে মনোনয়ন দেওয়ায় অনেক তৃণমূল কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য শ্রীমণ্ডল গত লোকসভা নির্বাচনে গ্রামে গ্রামে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছেন। এছাড়া রাণীনগরে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের সুসম্পর্ক নেই বলে খবর। কানুপুর ও ঘোড়-শালাতে দুই দলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। তালাই অঞ্চলে আরএসপি সদস্য অশ্বিনী মণ্ডল তৃণমূলের হয়ে এবার নির্বাচনে লড়ছেন। মহকুমার রাজনৈতিক মহলের একাংশ তৃণমূলকে সব দলের বিক্ষুব্ধদের মঞ্চ বলে চিহ্নিত করলেও মনো-নয়নপত্র পেশের শেষ দিনে মমতা ব্যানার্জী ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক উপস্থিতি তৃণমূল কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে বলে তৃণমূল নেতা নাজমুল হক জানিয়েছেন। ২ মে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর মহকুমার নির্বাচনী চিত্র পরিস্কার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুখোমুখি সংঘর্ষে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোম্পানীর আহত কর্মী রাজ সিংকে (২৮) জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পর তাঁর মৃত্যু হয়। রাজ সিং-এর বাড়ী কলকাতার খিদিরপুরে বলে জানা যায়। বাকীরা অল্পবিস্তর আহত হয়।

এক জোড়া মৃতদেহ (১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন পুরুষের মুণ্ডহীন মৃতদেহ দেখা যায়। শিশুটির গলায় ছুরির দাগ ও পরনে সাদা রঙের স্কুল ড্রেস ছিল। তাই অনুমান করা যাচ্ছে শিশুটি ছাত্র এবং স্কুল আসা যাওয়ার পথে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। অনেকের অনুমান মৃতদেহ দুটির সম্পর্ক পিতা-পুত্র। তবে সঠিক কোন পরিচয় সংবাদ লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বিহারের পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কয়লার মাল-গাড়ী আসার সময় মৃতদেহ দুটি পাচার করে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

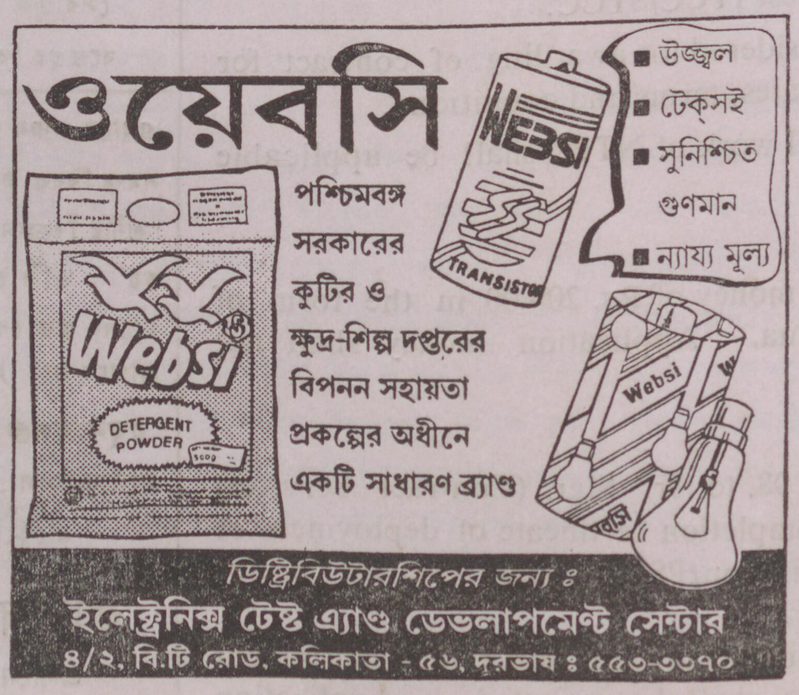

ডিষ্ট্রিবিউটারশিপের জন্য ঃ

ইলেক্ট্রনিক্স টেষ্ট এ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট সেন্টার

৪/২, বি.টি রোড, কলিকাতা - ৫৬, দূরভাষ ঃ ৫৫৩-৩৩৭০

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

গলা টিপে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ এপ্রিল সকালে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের দিয়াড় রাণীনগর গ্রামের ফসল যোগানদার ধরণী মণ্ডলের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা মাঠের কুঁড়ে থেকে উদ্ধার করে। তাকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা।

হারিয়ে গিয়েছে

হাফেজ গ্লাস ষ্টোরস-এর নামে একটি ব্ল্যাঙ্ক পারমিট (নং ৬০৭৪৪৯৫বি) গত ১-৪-৯৬ থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে নীচের ঠিকানায় জমা দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

হাফেজ গ্লাস ষ্টোরস্
প্রোঃ মনিরুল ইসলাম
উমরপুর (মুর্শিদাবাদ)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।